ঈশোপনিষদ

ভূমিকা

ঈশোপনিষদ্ শুক্লযজুর্বেদীয় বাজসনেয়ী সংহিতার শেষ অধ্যায়। তাই একে বাজসনেয় সংহিতোপনিষদ্-ও বলা হয়। 'ঈশা' পদটি দিয়ে উপনিষদটি আরম্ভ হয়েছে বলে এর নাম ঈশোপনিষদ্ (ঈশা + উপনিষদ্)। 'ঈশা বাস্যং' পদদ্বয় শুরুতে থাকায় একে ঈশাবাস্যোপনিষদ্-ও বলা হয়। প্রায় সব উপনিষদ্ আরণ্যকের শেষে অবস্থিত। কেবল এটিই সংহিতার অন্তর্গত।

উপনিষৎ কথাটির অর্থ—'উপনিষৎ' কথাটির অর্থ নিয়ে মতভেদ আছে। শব্দটির ব্যুৎপত্তি—উপ + নি-√সদ্ + ক্বিপ্। 'উপ' এই অব্যয়টির অর্থ সমীপে। কত কাছে তা না বলায় এর অর্থ হতে পারে সবচেয়ে কাছে। আমাদের সবচেয়ে কাছে হল আত্মা। তাই অব্যয়টির অর্থ হতে পারে আত্মা। অব্যয়টির অপর অর্থ 'সত্বর'। 'নি'-উপসর্গটির অর্থ নিশ্চিতরূপে। সদ্-ধাতুর অর্থ প্রাপ্তি, অবসাদন বা উচ্ছেদ ও শিথিলীকরণ। 'ক্বিপ্' প্রত্যয়টি বিদ্যা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং, যে বিদ্যা দ্বারা সত্বর নিশ্চিতরূপে আত্মস্বরূপের জ্ঞানলাভের ফলে আত্মা সম্পর্কে কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি ভ্রম শিথিল হয়ে শোকমোহাদিরূপ সংসারের মূল অজ্ঞান উচ্ছিন্ন হয় এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তি অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যের বিশেষ জ্ঞান তথা যথার্থ উপলব্ধি ঘটে, সেই বিদ্যার নাম উপনিষৎ। শঙ্করাচার্য এই মত পোষণ করতেন।

অন্যভাবে বলা যায়—(উপ) যাঁরা ব্রহ্মবিদ্যার নিকটে উপস্থিত হয়ে (নি) নিশ্চয়ের সঙ্গে এই বিদ্যার অনুশীলন করেন, (সদ্) ব্রহ্মবিদ্যা তাঁদের সংসারের বীজস্বরূপ অবিদ্যা প্রভৃতি বিনাশ করে বলে এই ব্রহ্মবিদ্যার নাম উপনিষৎ।

ম্যাক্সমুলার-এর মতে গুরুর নিকট বসে দার্শনিক বিদ্যা আয়ত্ত করা হত বলেই এই বিদ্যার নাম উপনিষৎ।

পল্ ডয়সেনের মতে উপনিষৎ-কথাটির অর্থ গোপন বৈঠক।

নবীনদের মতে পরিষদ ও সংসদের মত উপনিষদের অর্থ গুরুর নিকটে বসে বৈঠক। কালক্রমে ঐ সকল বৈঠকে যে আত্মবিদ্যার আলোচনা হত তাই উপনিষদ নাম লাভ করেছে।

উপনিষৎ-শব্দের অপর অর্থ রহস্যবিদ্যা। আত্মবিদ্যা অত্যন্ত গূঢ়, গভীর, দুর্গম এবং সাধারণের পক্ষে অত্যন্ত দুর্বোধ্য। তাই সকলের নিকট এই বিদ্যার আলোচনা না করে বিশেষ করে অধিকারীরূপে পরীক্ষিত শিষ্যদের সঙ্গেই গোপনে আলোচনা করা হত। তাই এটি রহস্যবিদ্যা বলে এর নাম উপনিষৎ।

প্রধান ও প্রাচীন উপনিষদগুলি সাধারণতঃ বেদের অন্তভাগ জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত বলে উপনিষদের অপর নাম বেদান্ত। তবে ঈশোপনিষদের মত দু-একটি উপনিষৎ কর্মকাণ্ড সংহিতা বা ব্রাহ্মণের অন্তর্গত দেখা যায়। সেই কারণে অনেকে বেদান্ত-শব্দের অন্ত-কথাটির অর্থ করেন

Scanned with CamScanner

চূড়ান্ত বা সার অংশ। বেদের চূড়ান্ত বা চরম বা সার প্রতিপাদ্য বা শেষ সিদ্ধান্ত আত্মবিদ্যা উপনিষৎসমূহে সংগৃহীত হয়েছে। সেই কারণে উপনিষদের অপর নাম বেদান্ত।

আমাদের পাঠ্য ঈশোপনিষদ আয়তনে ক্ষুদ্রতম। এতে মাত্র আঠারটি মন্ত্র আছে। কিন্তু এই স্বল্প পরিসরেই উপনিষদের মূল তত্ত্ব তথা বক্তব্য অতি সুন্দরভাবে বিধৃত আছে। কথিত আছে, একটি কুড়িয়ে পাওয়া কাগজে লেখা এই উপনিষৎ পড়েই জমিদার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এমন প্রভাবিত ও অভিভূত হন যে, তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরে রূপান্তরিত হন।

Scanned with CamScanner

শান্তিপাঠঃ

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।। হরিঃ ওঁ।।

সান্বয় শব্দার্থ ঃ অদঃ—ঐ ইন্দ্রিয়ের অগোচর কারণাত্মক পরব্রহ্ম, পূর্ণম্—পূর্ণ। ইদম্—এই ইন্দ্রিয়গোচর কার্যাত্মক ব্রহ্ম, পূর্ণম্—পূর্ণ। পূর্ণাৎ—কারণাত্মক ব্রহ্ম থেকে, পূর্ণম্—কার্যাত্মক ব্রহ্ম, উদচ্যতে—উদ্‌গত অর্থাৎ প্রকাশিত হন। পূর্ণস্য—কারণাত্মক ব্রহ্মের, পূর্ণম্—পূর্ণতা, আদায়—নেওয়ার পরও পূর্ণম্ এব—কারণাত্মক ব্রহ্ম পূর্ণরূপেই, অবশিষ্যতে—অবশিষ্ট থাকেন। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই ত্রিবিধ বিঘ্নের শান্তি হোক।

বাংলা অনুবাদ ঃ ঐ ইন্দ্রিয়ের অগোচর কারণাত্মক পরব্রহ্ম পূর্ণ, এই ইন্দ্রিয়গোচর কার্যাত্মক ব্রহ্মও পূর্ণ। এই কার্যাত্মক ব্রহ্ম—অর্থাৎ এই সমস্ত জগৎ, পরিপূর্ণ ব্রহ্ম হতেই প্রকাশিত হয়। সেই কারণাত্মক ব্রহ্মের পূর্ণতা জগদ্ব্যাপ্ত; তাঁর পূর্ণতার হানি হয় না। আধ্যাত্মিক, অধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ত্রিবিধ বিঘ্নের শান্তি হোক।

মন্ত্রপাঠ ঃ ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্।। ১।।

সান্বয় শব্দার্থঃ জগত্যাম (জগতে) যৎ কিঞ্চ (যা কিছু) জগৎ (নশ্বর চরাচর বস্তুজাত), ইদং সর্বম্ (এই সমস্ত), ঈশা (পরমেশ্বরের দ্বারা), বাস্যম্ (আচ্ছাদন করবে), তেন (সেহেতু), ত্যক্তেন (ত্যাগের দ্বারা বা সন্ন্যাসের দ্বারা), ভুঞ্জীথাঃ (আত্মাকে পালন করবে), কস্যস্বিৎ (কারও), ধনং মা গৃধঃ (ধন আকাঙ্ক্ষা করবে না), (অথবা) তেন (সেই পরমেশ্বর কর্তৃক), ত্যক্তেন (প্রদত্ত বস্তু দ্বারা) ভুঞ্জীথাঃ (ভোগ করবে), মা গৃধঃ (আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করবে)।

বঙ্গানুবাদঃ জগতে যা কিছু জাগতিক অনিত্য পদার্থ আছে, সে সমস্তই পরমেশ্বর দ্বারা আচ্ছাদন করবে, (অর্থাৎ একমাত্র পরমেশ্বরই সত্য, জগৎ-তাতে কল্পিত—মিথ্যা এই জ্ঞানের দ্বারা জগতের সত্যতা-বুদ্ধি বিলুপ্ত করবে।) সেই ত্যাগ বা সন্ন্যাস দ্বারা আত্মাকে পালন করবে। কারও ধনে আকাঙ্ক্ষা করো না; (অথবা, তাঁর প্রদত্ত বস্তু দ্বারা ভোগ কর; কারও ধনে লোভ করবে না)।। ১।।

বাংলা ব্যাখ্যা— শুক্লযজুর্বেদীয় বাজসনেয় সংহিতার অন্তর্গত ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্র হিসাবে উক্ত হয়েছে ঈশাবাস্যম্ ইত্যাদি।

আলোচ্য মন্ত্রে সর্বত্র ঈশ্বরানুভূতি ও ত্যাগের দ্বারা ভোগের নির্দেশ করা হয়েছে। এই বিশ্ব গতিশীল বা চলমান, তাই এর নাম জগৎ। এই জগতের মধ্যে পরিদৃশ্যমান

Scanned with CamScanner

বস্তুনিচয়ও গতিশীল। কিন্তু এই চলমান জগৎ একটি অচল সত্তার অভিব্যক্তিমাত্র। কারণ এক অচঞ্চল গতিহীন নিত্য সত্তাকে আশ্রয় না করলে জগতের চঞ্চল প্রবাহ সম্ভবই হত না। এই অচঞ্চল নিত্য সত্তাই সমগ্র বিশ্বকে এবং বিশ্বের অন্তর্গত প্রতিটি বস্তুকে ধারণ করে রেখেছে। এই অচঞ্চল স্থির আত্মাই ঈশ্বর। এই ঈশ্বর সমস্ত জগৎকে আচ্ছাদন করে আছেন, অথবা বলা যায়, তিনি সকল বস্তুর অন্তরে বাস করে আছেন এবং সকলের অন্তর থেকে সব কিছুকে তিনি নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করছেন। মানুষকে এই অন্তর্যামী ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করতে হবে। বুঝতে হবে যে, ঈশ্বরের সত্তানিরপেক্ষ কোন কিছুরই অস্তিত্ব নাই। এপ্রকার অনুভূতি যার হয়, তার পক্ষে জগতের কোন বস্তুর উপর কোন আসক্তি বা মোহ থাকতে পারে না। স্বাভাবিকভাবে তার মনে আসে অনাসক্তি। সেই সঙ্গে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের ভাবে তার মন ভরে ওঠে।

যেখানে ত্যাগ নাই, আছে মোহ, আর আসক্তি; সেখানে দেখা দেবে দুঃখ ও অশান্তি। তাই মানুষকে এষণা রহিত হয়ে অর্থাৎ কামনা-বাসনা ত্যাগ করে নিজের বা পরের ধনে আকাঙ্ক্ষা না করে জগৎকে ঈশ্বরের প্রকাশ মনে করে আত্মাকে পালন করতে হবে। কারণ ভোগে আসক্ত হলে দ্বৈতচিন্তা হওয়াতে দৃষ্টির বিশুদ্ধি নষ্ট হবে। ফলে আত্মার স্বরূপজ্ঞানে নানা ভ্রমের উদয় হবে। আর বিপরীতপক্ষেপরমাত্মাই একমাত্র সর্বত্র বিরাজমান—এরূপ চিন্তায় দ্বৈত নামরূপাত্মক জগৎ মিথ্যা হয়ে যাওয়ায় সেই মিথ্যাবস্তুতে আকাঙ্ক্ষা অসম্ভব হয়ে যায়।

এখানে মুখ্যতঃ সন্ন্যাস গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ সন্ন্যাসই চিত্তচাঞ্চল্য দূরীকরণের একমাত্র উপায়।। ১।।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা ঃ শুক্লযজুর্বেদীয়-বাজসনেয়সংহিতান্তর্গতায়া ঈশোপনিষদঃ প্রথমোমন্ত্রোঽয়ম্ গৃহীতঃ। অত্র সর্বত্র ঈশ্বরানুভূত্যাত্যাগেন চ ভোগঃ কর্তব্য ইতি নির্দিশ্যতে ঈশাবাস্যমিতি। ঈশা ঈশিতা পরমেশ্বরঃ পরমাত্মা সর্বস্য। স হি সর্বমীষ্টে সর্বজন্তূনাম্ আত্মা সন্ প্রত্যগাত্মতয়া, তেন স্বেনরূপেনাত্মনা ঈশা বাস্যমাচ্ছাদনীয়ম্। কিম্? ইদং সর্বং যৎ কিঞ্চ যৎ কিঞ্চিৎ জগত্যাং পৃথিব্যাং জগৎ তৎ সর্বং তেনাত্মনা ঈশেন প্রত্যগাত্মতয়া, 'অহমেব সর্বম্' ইতি পরমার্থস্বরূপেণামৃতমিদং সর্বং চরাচরমাচ্ছাদনীয়ং স্বেন পরমাত্মনা। এবমীশ্বরাত্মভাবনয়া যুক্তস্য পুত্রাদ্বেষণাত্রয়সন্ন্যাস এবাধিকারো ন কর্মসু। তেন ত্যক্তেন ত্যাগেনাত্রত্যর্থঃ। ভুঞ্জীথাঃ পালয়েমাঃ। এবং ত্যক্তৈষণস্ত্বং মা গৃধঃ আকাঙ্ক্ষাং মাকার্ষী র্ধনবিষয়ান্। কস্য স্বিদ্ধনম্ কস্যাচিৎ পরস্য স্বস্য বাধনং মাকাঙ্ক্ষী রিত্যর্থঃ। ধনং নাম বস্তু সর্বতোলোভনীয়ত্বেন প্রখ্যাতম্, তদপি তৃণবৎত্যাজ্যম্। বস্তুতো লোভোদ্বেজনযোগ্যং ধনমপি কস্য নাস্তি। প্রাপ্তব্যং যদি কিঞ্চিদস্তি তর্হি তদ্ ব্রহ্মৈব, নান্যদিতি লোভাদেঃ সম্ভবনাপি দূরমপাস্তেত্যর্থঃ।১

Scanned with CamScanner

ঈশোপনিষদ্

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্ ॥১

জগত্যাং (পৃথিবীতে, অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডে) যৎ কিঞ্চ (যৎকিঞ্চিৎ, যাহা কিছু) জগৎ (অনিত্য, চরাচর বিকারী বস্তুসমূহ) [আছে] ইদং (এই) সর্বম্ (সমস্ত) ঈশা (নিয়ন্তা পরমেশ্বরের দ্বারা, আত্মা হইতে অভিন্ন পরমাত্মার দ্বারা) বাস্যম্ (আচ্ছাদনীয়)। তেন (সেই) ত্যক্তেন (ত্যাগের দ্বারা, অর্থাৎ জগদ্বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া ঈশ্বর-ভাবনা অবলম্বন-পূর্বক) ভুঞ্জীথাঃ ([আত্মাকে] পালন কর [বৈদিক আত্মনেপদী প্রয়োগ]); কস্য স্বিৎ (নিজের বা পরের, কাহারও) ধনম্ (ধন) মা গৃধঃ (আকাঙ্ক্ষা করিও না)। অথবা—মা গৃধঃ (আকাঙ্ক্ষা করিও না), [কারণ] কস্য স্বিৎ ধনম্ (ধন আবার কাহার ? অর্থাৎ কাহারও নহে)। ১

ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু অনিত্য বস্তু আছে, এ সমস্তই পরমেশ্বরের দ্বারা আবরণীয়।[১] উত্তমরূপ ত্যাগের[২] দ্বারা (আত্মাকে) পালন কর।[৩] কাহারও ধনে লোভ করিও না। অথবা—(ধনের) আকাঙ্ক্ষা করিও না,[৪] (কারণ) ধন আবার কাহার ? ১

---

১ 'সমস্ত জগৎ স্বরূপতঃ ব্রহ্ম'—এইরূপ জ্ঞানের দ্বারা আচ্ছাদনীয়। ছান্দোগ্য উপনিষদের (৬।৮।৭) 'তুমি ব্রহ্ম' বাক্যের ন্যায় এই বাক্যটি ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশক।

২ ইহা সন্ন্যাসের (মুঃ, ৩।২।৪ টীকা দ্রঃ) বিধি। মূলের ত্যক্তেন শব্দটি বিশেষণার্থে, অর্থাৎ পরিত্যক্ত (বস্তু) অর্থে, গৃহীত হইতে পারে না। কারণ, পরিত্যক্ত পুত্রাদি বা ধনাদি কাহারও পরিপালক নহে। ত্যাগ কিন্তু আত্মানুভূতির পরিপোষক।

৩ অবিদ্যাপ্রসূত শোক-মোহাদি সংসার-ধর্ম হইতে মুক্ত কর। ইহাই আত্মার পালন। আত্ম-হনন ইহার বিপরীত (ঈঃ, ৩ টীকা দ্রঃ)।

৪ ইহা সন্ন্যাসীর পালনীয় নিয়মবিধি।

Scanned with CamScanner

কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে ॥২
অসুর্যা* নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥৩

[যে ব্যক্তি] ইহ (এই জগতে) শতং (শত) সমাঃ (বর্ষ) জিজীবিষেৎ (বাঁচিয়া থাকিতে অভিলাষী হইবেন) [তিনি] কর্মাণি কুর্বন্ এব ([অগ্নিহোত্রাদি শাস্ত্রবিহিত] কর্মে ব্যাপৃত থাকিয়াই) [জিজীবিষেৎ—বাঁচিতে ইচ্ছুক হইবেন]। এবং (এই প্রকার জীবনেচ্ছাযুক্ত) নরে (নরাভিমানী) ত্বয়ি (তোমার পক্ষে) ইতঃ (এইরূপে ব্যাপৃত থাকা ভিন্ন) অন্যথা (অন্য কোনও উপায়) ন অস্তি (নাই) [যাহাতে] কর্ম ([অশুভ] কর্ম) [তোমাতে] ন লিপ্যতে (লিপ্ত না হইতে পারে)। ২

[এই মন্ত্রে অবিদ্বানের নিন্দা করা হইতেছে]—অসুর্যাঃ নাম (অসুরদিগের আবাসভূত) তে লোকাঃ (সেই-সকল লোক) অন্ধেন (অদর্শনাত্মক) তমসা

যে ব্যক্তি এই জগতে শত বৎসর বাঁচিয়া থাকিতে উৎসুক,[১] তিনি (শাস্ত্র-বিহিত) কর্ম করিয়াই বাঁচিতে ইচ্ছা করিবেন। এই প্রকার (আয়ুষ্কামীও) নরাভিমানী তোমার পক্ষে এতদ্ব্যতীত অন্য কোনও উপায় নাই যাহাতে তোমাতে (অশুভ) কর্ম লিপ্ত না হইতে পারে[২]। ২

---

* পাঠান্তর—অসুর্যাঃ=সূর্যরহিত, জ্যোতির্বিহীন।

১ পূর্ব শ্লোকে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ ও সন্ন্যাসের বিধান এবং বর্তমান শ্লোকে গৃহস্থের কর্তব্যের বিধান করা হইল। শাস্ত্রে এই দুইটি পথকে নিবৃত্তি-মার্গ ও প্রবৃত্তি-মার্গ বলে। গীতা, ৩।৩ ও ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

২ মানুষের আয়ুষ্কাল শত বৎসর। যিনি ইচ্ছা করেন যে, তিনি শত বৎসর বাঁচিবেন অথচ সৎকর্ম করেন না, তিনি অগত্যা অশুভ কর্মেই লিপ্ত হন।

Scanned with CamScanner

অনেজদেকং মনসো জবীয়ো
নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ
তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি ॥ ৪

(অজ্ঞানান্ধকারে) আবৃতাঃ (আচ্ছাদিত); যে কে চ (যাঁহারা যাঁহারাই) আত্মহনঃ (আত্মঘাতী, অবিদ্বান্) জনাঃ (মানুষ), তে (তাহারা) প্রেত্য (দেহত্যাগ করিয়া) তান্ (সেই-সকল লোকে) অভিগচ্ছন্তি (গমন করে)। ৩

[চতুর্থ হইতে অষ্টম পর্যন্ত মন্ত্রে আত্মার স্বরূপ বর্ণিত হইতেছে]—[সেই আত্মা নিরুপাধিকস্বরূপে] অনেজৎ (অচল, সর্বদা একরূপ), একং ([সর্বভূতে] এক), [এবং সোপাধিকরূপে] মনসঃ (মন হইতে) জবীয়ঃ (অধিকতর বেগবান্)। পূর্বম্ (অগ্রেই) অর্ষৎ (গত) এনৎ (এই আত্মস্বরূপকে) দেবাঃ (বস্তু-প্রকাশক ইন্দ্রিয়সমূহ) ন আপ্নুবন্ (প্রাপ্ত হন না); তৎ (সেই আত্মতত্ত্ব) তিষ্ঠৎ (স্থির থাকিয়া, অবিকৃত

অসুরদিগের[১] আবাসভূত সেই সকল লোক[২] দৃষ্টিপ্রতিরোধক অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছাদিত। যে সকল মানব আত্মঘাতী[৩] তাহারা সকলেই দেহত্যাগ করিয়া সেই-সকল লোকে গমন করে। ৩

---

১ অদ্বিতীয় পরমাত্মভাবে যাঁহারা ভাবিত নহেন তাঁহাদের, অর্থাৎ দেবাদি সকলেরই।

২ কর্মফলসমূহ যেখানে অবলোকিত বা ভুক্ত হয়; অর্থাৎ বিভিন্ন জন্ম।

৩ আত্মা বিদ্যমান থাকিলেও অবিদ্যাদোষে যাহাদের তদ্বিষয়ক জ্ঞান নাই। আত্মার বিদ্যমানত্বের ফলে যে অজর অমরত্বাদি অনুভূত হওয়া উচিত, তাহা তাহাদের নিকট আবৃত থাকে; সুতরাং তাহাদের নিকট আত্মা যেন নিহতরূপে অবস্থান করেন। কেঃ, ২।৫ এবং গীতা, ১৩।২৮ দ্রষ্টব্য।

Scanned with CamScanner

থাকিয়া) ধাবতঃ (দ্রুতগামী) অন্যান্ (মন প্রভৃতি অপর সকলকে) অতি-এতি (অতিক্রম করিয়া যান), তস্মিন্ [সতি] (সেই আত্মতত্ত্ব [আছেন বলিয়াই]) মাতরিশ্বা (বায়ু, জগৎ-বিধারক সূত্রাত্মা) অপঃ (কর্মসমূহ) দধাতি (ধারণ করেন বা বিভাগ করিয়া দেন)। ৪

(সেই আত্মতত্ত্ব) অচল, এক এবং মন হইতেও অধিকতর বেগবান্।[১] পূর্বগামী ইহাকে ইন্দ্রিয়েরা প্রাপ্ত হয় না।[২] ইনি স্থির থাকিয়াও দ্রুতগামী অপর সকলকে অতিক্রম করিয়া যান। ইনি আছেন বলিয়াই বায়ু (অর্থাৎ সূত্রাত্মা) সর্বপ্রকার কর্ম[৩] আপনাতে ধারণ করেন।[৪] অথবা —সূত্রাত্মা সর্বপ্রকার কর্ম[৫] যথাযথ বিভাগ করিয়া দেন। ৪

---

১ সঙ্কল্পমাত্রেই মন ব্রহ্মলোকাদি অতি দূর দেশে গমন করে। এইরূপ দ্রুতগামী মনও সেই সেই স্থানে গিয়া দেখে যে, সেখানেও চৈতন্যজ্যোতিঃ পূর্ব হইতেই রহিয়াছেন; কেননা, ঐ জ্যোতিঃ সর্বব্যাপী এবং উহার সহায়েই মন বিভিন্ন বস্তু জানে। আত্মা স্বতঃ অচল হইলেও দ্রুতগামী বলিয়া প্রতিভাত হন। কঃ, ১।২।২১

২ মন আত্মা হইতে যত দূরে, ইন্দ্রিয়গণ তাহা অপেক্ষাও অধিকতর দূরবর্তী, কেননা, তাহারা আরও জড় বা চৈতন্যপ্রতিবিম্বগ্রহণে অধিক অক্ষম। মন যাঁহাকে বিষয় করিতে পারে না, ইন্দ্রিয়গণ তাঁহাকে আর কিরূপে জানিবে?

৩ শ্রৌত কর্মসমূহ সোম, ঘৃত, দুগ্ধ প্রভৃতি তরল পদার্থের দ্বারা সম্পাদিত হয় বলিয়া তাহাদিগকেই অপ, অর্থাৎ জল শব্দে নির্দেশ করা হইয়াছে। মহাপ্রাণ ও সূত্রাত্মা বা হিরণ্যগর্ভ অভিন্ন।

৪ হিরণ্যগর্ভের যে প্রভুত্ব আছে, তাহা আত্মার অস্তিত্ব না থাকিলে সম্ভবপর হইত না। চৈতন্যসত্তা ভিন্ন জড় সূত্রাত্মাতে ক্রিয়া অসম্ভব। এইরূপে প্রসঙ্গক্রমে আত্মার অস্তিত্ববিষয়ে একটি অনুমানের ইঙ্গিত করা হইল। বস্তুতঃ অনুমানের দ্বারা তিনি প্রমাণিত হন না।

৫ অগ্নির প্রজ্বলন, আদিত্যের প্রকাশ, পর্জন্যের অভিবর্ষণ প্রভৃতি। দ্রঃ, ৮

Scanned with CamScanner

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥ ৫
যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥ ৬

তৎ (সেই আত্মতত্ত্ব) এজতি (চলেন), তৎ (সেই আত্মতত্ত্ব) ন এজতি (চলেন না)। তৎ দূরে ([অবিদ্বানদিগের পক্ষে] দূরে), তৎ উ (আবার) অন্তিকে ([জ্ঞানীদিগের পক্ষে] সমীপবর্তী); তৎ (তিনি) অস্য (এই) সর্বস্য (সমস্ত জগতের) অন্তঃ (অন্তরে), উ (এবং) তৎ অস্য সর্বস্য বাহ্যতঃ (বাহিরে)। ৫

তু যঃ (কিন্তু যিনি) সর্বাণি (সকল) ভূতানি (ব্রহ্ম হইতে স্তম্ব পর্যন্ত বস্তুবর্গ)

ইনি চলেন, ইনি চলেন না;[১] ইনি দূরে,[২] আবার ইনি নিকটে[৩]; ইনি এই সমস্ত জগতের ভিতরে,[৪] আবার এই সমস্ত জগতের বাহিরে[৫]।

কিন্তু যিনি সমুদয় বস্তুই আত্মাতে[৬] এবং সমুদয় বস্তুতেই আত্মাকে[৭] দেখেন, তিনি সেই দর্শনের বলেই কাহাকেও ঘৃণা[৮] করেন না। ৬

---

১ স্বতঃ অচল হইয়াও যেন চলেন। ২ অবিদ্বানকর্তৃক অপ্রাপ্য।

৩ জ্ঞানীর আত্মস্বরূপ। ৪ আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম বলিয়া সর্বানুস্যূত।

৫ সর্বব্যাপী বলিয়া সকলের বাহিরে অবস্থিত। গীতা, ১৩।১৫ দ্রষ্টব্য।

৬ অর্থাৎ অব্যাকৃতাদি স্থাবরান্ত কোন ভূতকে যিনি আত্মা হইতে অতিরিক্তরূপে দর্শন করেন না। গীতা, ৬।২৯-৩০ দ্রষ্টব্য।

৭ এই কার্যকারণ-সঙ্ঘাতের আত্মরূপে আমি যেমন সর্বপ্রত্যয়ের সাক্ষী, চেতয়িতা, কেবল ও নির্গুণ, তেমনি উক্ত স্বরূপেই আমি অব্যক্তাদি স্থাবরান্ত সর্বভূতেরও আত্মা—এই প্রকারে যিনি আপনাকে সর্বভূতে নির্বিশেষরূপে দর্শন করেন। ঐঃ, ৩।১।৩ টীকা দ্রষ্টব্য।

৮ আপনা হইতে পৃথগ্‌ভূত দৃষ্টবস্তু দর্শন করিলে তৎপ্রতি ঘৃণা হইয়া থাকে। আপনাকে অদ্বৈত ও বিশুদ্ধরূপে দর্শন করিলে ঘৃণার কারণ দূরীভূত হয়।

Scanned with CamScanner

যস্মিন্ সর্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥ ৭

স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণ-
মস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূ-
র্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥ ৮

আত্মনি এব (আত্মাতেই, আত্মা হইতে অনতিরিক্তরূপে) অনুপশ্যতি (দেখেন), চ (এবং) সর্বভূতেষু (সমুদয় বস্তুতে) আত্মানম্ (আপনাকেই, নিজ আত্মাকে তাহাদের আত্মা রূপে) [অনুপশ্যতি (দেখেন)] [তিনি] ততঃ (উক্ত দর্শনহেতু) ন বিজুগুপ্সতে [কাহাকেও] (ঘৃণা করেন না)। ৬

সর্বাণি ভূতানি (সমুদয় বস্তু) যস্মিন্ (যে কালে) বিজানতঃ (জ্ঞানীর) আত্মা এব (আত্মাই) অভূৎ (হইয়া গেল), তত্র (তখন) [সেই] একত্বম্ (একাত্মত্ব) অনুপশ্যতঃ (দর্শনকারীর) কঃ মোহঃ (মোহই বা কি), কঃ শোকঃ (শোকই বা কি)? অথবা যস্মিন্ (যে আত্মায়) তত্র (সেই আত্মায়)। ৭

সঃ (সেই আত্মা) পর্যগাৎ (সর্বব্যাপী), শুক্রম্ (=শুভ্রম্, জ্যোতির্ময়), অকায়ম্

সমুদয় বস্তু যে কালে জ্ঞানীর আত্মাই হইয়া গেল, তখন সেই একত্ব-দর্শীর মোহই বা কি, আর শোকই বা কি? অথবা—জ্ঞানীর যে আত্মায় সমুদয় বস্তু আত্মরূপে এক হইয়া গেল, সেই একত্বদর্শীর আত্মায় মোহই বা কি, আর শোকই বা কি[১]? ৭

তিনি সর্বব্যাপী, জ্যোতির্ময়, অশরীর, অক্ষত, শিরাহীন, নির্মল,[২]

---

১ অবিদ্যাকার্য শোক ও মোহের সম্ভাবনা থাকে না বলিয়া সকারণ সংসারের উচ্ছেদ প্রদর্শিত হইল। এই জ্ঞান-সমকালীন মুক্তিই জ্ঞানের ফল।

২ অশরীর শব্দে আত্মার লিঙ্গশরীরের নিষেধ, অক্ষত ও শিরাহীন শব্দে স্থূল-শরীরের প্রতিষেধ এবং নির্মল শব্দে কারণশরীরের প্রতিষেধ করা হইল।

Scanned with CamScanner

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥ ৯

(অশরীর), অব্রণম্ (ক্ষতবিহীন), অস্নাবিরং (শিরারহিত), শুদ্ধম্ (নির্মল), অপাপবিদ্ধম্ (ধর্মাধর্মাদিরহিত), কবিঃ (সর্বদর্শী), মনীষী (মনের নিয়ন্তা, সর্বজ্ঞ ঈশ্বর), পরিভূঃ (সর্বোত্তম), স্বয়ম্ভূঃ (নিজেই নিজের কারণ); শাশ্বতীভ্যঃ (নিত্যকাল-স্থায়ী) সমাভ্যঃ (সংবৎসরাখ্য প্রজাপতিদিগের জন্য) অর্থান্ (কর্তব্য পদার্থসমূহ) যাথা-তথ্যতঃ (যথাযথ কর্মফল ও সাধনা অনুযায়ী, যথানুরূপে) ব্যদধাৎ (বিধান করিয়াছেন, ভাগ করিয়া দিয়াছেন)। ৮

যে (যাঁহারা) অবিদ্যাম্ (বিদ্যাবিরোধী উপাসনাবিহীন অগ্নিহোত্রাদি **কর্ম**) উপাসতে (তৎপরতাসহকারে অনুষ্ঠান করেন) [তাঁহারা] অন্ধং (দর্শন-প্রতি-রোধক) তমঃ (অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে) প্রবিশন্তি (প্রবেশ করেন); যে উ (কিন্তু যাঁহারা) বিদ্যায়াং (দেবতাবিষয়ক জ্ঞানে, অর্থাৎ কর্মবিহীন উপাসনায়) রতাঃ (অভিরত) তে (তাঁহারা) ততঃ (তাহা হইতে) ভূয়ঃ ইব [=এব] তমঃ (অধিকতর অন্ধকারেই) [প্রবেশ করেন]। [উপাসনাসম্বন্ধে ভূমিকা ৪ পৃঃ দ্রঃ]। ৯

অপাপবিদ্ধ, সর্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা, সর্বোত্তম ও স্বয়ম্ভূ। তিনি নিত্য-কাল-স্থায়ী[১] সংবৎসরাখ্য প্রজাপতিদিগের জন্য যথানুরূপ কর্তব্য বিধান করিয়াছেন। ৮

যাঁহারা কেবল কর্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা দৃষ্টিবিরোধী অন্ধকারে প্রবেশ করেন আর যাঁহারা দেবতাজ্ঞানেই নিরত, তাঁহারা উহা হইতেও অধিকতর অন্ধকারে প্রবেশ করেন। ৯

---

১ যতক্ষণ সংসার, ততক্ষণ স্থায়ী। যতক্ষণ অবিদ্যা আছে, ততক্ষণ সংসারের বিনাশ নাই। এইরূপে অবিদ্বানের দৃষ্টিতে সংসার নিত্য; সুতরাং সংসার পরিচালনায় নিরত প্রজাপতিগণও নিত্য।

Scanned with CamScanner